দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

39

খাদ্য এবং শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষা

বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা বিস্তারকে আমাদের দেশের বিগত সরকারগুলো যেমন প্রাধান্য দিয়েছে তেমনি বর্তমান সরকারও বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করছে। তথাপি দেশের শিক্ষা বিস্তারে তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না।

উল্লেখ করা দরকার যে, দেশের শিক্ষা বিস্তারের পথে কোথায় যেন একটা বাধা আছে। যে বাধাকে কোনক্রমেই অতিক্রম করা যাচ্ছে না। এই বাধাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করেছে; প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং খাদ্যের বিনিময়েও যদি শিক্ষার বিস্তার ঘটে সে কথা মনে রেখেই এফএফই কর্মসূচী চালু করেছে।

কিন্তু শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ ঘটছে না। আসলে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে তার প্রসার ঘটবে তেমনভাবে শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষক মহল অনুমান করছেন। বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে অবৈতনিক করার পরও শিক্ষার হার যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে।

উল্লেখ্য, 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' এই বিশেষ কর্মসূচীতে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে বাড়ছে কিন্তু বিনিময়ে শিক্ষার হার বাড়ছে না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা এবং এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত স্কুলের শিক্ষকদেরও জেলা ও থানা থেকে গম সংগ্রহ করে আনা এবং সে সকল গম শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাস্টাররোলে বিতরণ করার মধ্যে সময় বিনষ্ট করতে হয়। বস্তুতপক্ষে এই বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষার কোন আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না।

গত '৯৩ সালের আগষ্ট মাস থেকে এফএফই কর্মসূচী চালু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেশের ৪৬০টি থানার প্রতিটি থানা থেকে একটি স্কুলকে বাছাই করে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে এবং এর জন্য ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে আর এর আওতায় এসেছে সাড়ে পাঁচ লাখ পরিবারের মোট প্রায় সাত লাখ শিক্ষার্থী। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র খাদ্য সংগ্রহ করতে যে পরিমাণে আগ্রহী, শিক্ষা গ্রহণে ততোধিক আগ্রহ তাদের অনেকের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে না এবং যেটুকুও হচ্ছে, তার মান ঠিক রাখা যাচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষক মহল অভিযোগ করছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা বাধা প্রাচীরের মতো স্থির হয়ে আছে। ফলে এই বাধার প্রাচীর ডিঙ্গান দু'সাধ্য হয়ে পড়ছে। এ ধরনের বাধার প্রাচীরের মধ্যে রয়েছে দেশের স্কুলগুলোর পরিচালনার দুর্বলতা। অধিকাংশ স্কুল শিক্ষাকে টাকার বিনিময়ে কেনা-বেচার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে শিক্ষার মূল আদর্শই বিঘ্নিত হচ্ছে।

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার ফি আদায়কালে দেশের অধিকাংশ স্কুল বোর্ডের নির্ধারিত ফি ছাড়াও বিভিন্ন কায়দায় অতিরিক্ত ফি আদায় করে চলেছে বলে দেশের বেশ কিছু সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন স্কুল প্রতি বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ৫০ টাকা থেকে কোথাও কোথাও ১৫০ টাকা হারে ফি আদায় করছে। স্কুল নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়েও ফেল করা শিক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার মান যেমন ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে তেমনি শিক্ষার প্রকৃত আদর্শকেই ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

বলা দরকার যে, স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে তার পিছনে বিস্তর কারণ রয়েছে। দেশের অধিকাংশ স্কুলের দৈন্যদশা এবং ব্যবস্থাপনা এতই দুর্বল যে শিক্ষার পরিবেশ সচরাচর থাকেনা। এ স্কুলগুলোর দিকে শিক্ষা বিভাগের সুনজর তেমন নেই বলেই এ প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী নীতিমালা এ সকল স্কুলে অনুসৃত হয় না। এ ধরনের স্কুলগুলো এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিং ফি এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। এর ফলে শিক্ষা 'কেনাবেচা'র মতো মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং শিক্ষার আদর্শ ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

শিক্ষার বিস্তারের জন্য সরকারের সকল প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নানা রকম বাধা-বিপত্তি একের পর এক সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর করা সম্ভব না হলে এদেশে শিক্ষা বিস্তারে আশাতীত উন্নতি হবে না বলেই আমরা মনে করি।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য তখনই সফল হবে যখন 'শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষা' এই সূত্রটি সকল মহল অনুধাবন করতে পারবে এবং তখন শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়গুলোও একে একে নির্মূল করা সম্ভব হবে।